প্রথম আলো

তারিখ 26 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম

রাজশাহীতে শিবিরের নেতার স্বীকারোক্তি

ছাত্রলীগের একাংশের সহায়তায় তৌহিদের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

রাজশাহী মহানগর ছাত্রশিবিরের সহপ্রচার সম্পাদক ও নগরের বোয়ালিয়া থানা (উত্তর) ছাত্রশিবিরের ক্রীড়া সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন পুলিশের কাছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় শিবিরের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন। এতে ছাত্রলীগের একটি অংশেরও সহায়তা রয়েছে বলে দাবি তাঁর। তবে শিবির বলছে, পুলিশ আবদুল্লাহর কাছ থেকে জোর করে এ বিবৃতি আদায় করেছে।

গতকাল রোববার দুপুরে নগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সামনে আবদুল্লাহকে হাজির করা হয়। সেখানে আবদুল্লাহ দাবি করেন, বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাসে শিবিরের বিরুদ্ধে অস্ত্রবাজি করে শিবিরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল হোসেন ওরফে তুহিন ও সাবেক সহসভাপতি (বর্তমানে কেন্দ্রীয় সদস্য) আখেরুজ্জামান তাকিম। শিবির ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। তৌহিদ ও আখেরুজ্জামানের সঙ্গে যাঁরা ঘুরে বেড়াতেন, তাঁদেরই কেউ কেউ

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

তৌহিদের ওপর হামলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

আবদুল্লাহ বলেন, তৌহিদ ও আখেরুজ্জামানের ওপর হামলায় ছাত্রলীগের সঙ্গে শিবিরের শর্ত ছিল, হামলার পর শিবির ক্যাডারদের নিরাপদে ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এরপর ছাত্রলীগের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই দুজনের ওপর হামলা চালানো হয়। তবে ছাত্রলীগ বা শিবিরের কে কে এ হামলায় অংশ নেন, তা তিনি বলতে রাজি হননি। তিনি দাবি করেন, শিবিরের অনেক নেতা-কর্মী ছাত্রলীগের মধ্যে রয়েছেন।

২২ আগস্ট রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুর্বৃত্তরা তৌহিদের ডান হাত ও ডান পায়ের রগ কেটে দেন। তিনি ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত বছরের ২১ নভেম্বর চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হন আখেরুজ্জামান। হামলাকারীরা তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

আবদুল্লাহকে রাজশাহীতে বিভিন্ন সময় জামায়াত-শিবিরের নাশকতার 'মূল সমন্বয়কারী' হিসেবে উল্লেখ করে, নগর পুলিশ কমিশনার এস এম মনির-উজ-জামান প্রেস ব্রিফিংয়ে দাবি করেন, রাজশাহীতে পুলিশ ও ছাত্রনেতাদের ওপর হামলা এবং প্রায় প্রতিটি নাশকতার সঙ্গে আবদুল্লাহর সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি রাজশাহী নগরে বিভিন্ন সময় ৬০ থেকে ৭০টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন।